

কবর শাশান সব বিশ্বাসেরই বিরোধী ছিলেন তিনি

হুমায়ুন আজাদের পরিবার তার

চিন্তার পরিপন্থী আবদার তুলছে

সংগ্রাম রিপোর্ট : স্বঘোষিত নাস্তিক হুমায়ুন আজাদের বিশ্বাস, চিন্তা, চেতনার বিপরীতে তাকে সমাহিত করতে চাইছে তার পরিবার। যিনি পরকাল বিশ্বাস করতেন না, আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর কুৎসা রটনা করেছেন, ধর্ম, ইসলামকে অস্বীকার করতেন, কুরআন-হাদীসকে অলীক গল্পকাহিনী বলতেন তাকে মসজিদের পাশে দাফন করার আবদার মূলত তার প্রতি অশ্রদ্ধারই শামিল। পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন, এ দাবীর মধ্যদিয়ে তার পরিবারের মাধ্যমে অহেতুক বিতর্ক তুলে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাইছে একটি গোষ্ঠী।

গত বুধবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিতর্কিত লেখক হুমায়ুন আজাদ জার্মানিতে মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকাস্থ জার্মান দূতাবাসসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে উল্লেখ করে। কিন্তু শুরু থেকেই হুমায়ুন আজাদের পরিবারসহ একটি মহল একে রহস্যজনক মৃত্যু বলে ধুমজাল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালায়। আজাদের পরিবার দাবী করে তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তারা এ ঘটনার আন্তর্জাতিক তদন্ত দাবী করে। এ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে বামসহ তথাকথিত প্রগতিশীল সংগঠনগুলো মিছিল সমাবেশ শুরু করে। রাতের অন্ধকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে সংগঠিত করতে দেখা যায় একটি মহলকে।

জার্মান কর্তৃপক্ষ আজাদ পরিবারের এ দাবীকে অযৌক্তিক বলে নাকচ করে দিলে তারা সুর নামায়। এরপর তারা অনুরূপ আরেকটা অস্বাভাবিক, অযৌক্তিক আবদার সামনে নিয়ে আসে। সাংবাদিক সম্মেলন করে তারা বলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের সাথে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মাজারের পাশে তাকে সমাহিত করতে হবে। যিনি তার লাশকে দাফন না করে মেডিকেলে দিয়ে যেতে বলেছিলেন, ইসলামকে শুধু অস্বীকারই নয়, আল্লাহকেও যিনি কলিত বলেছেন, তাকে মসজিদের পাশে দাফনের দাবী তার বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারই শামিল, তেমনি মুসলিম জনতার প্রতি বিদ্রূপ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন।

হুমায়ুন আজাদ সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে তার ‘আমার অবিশ্বাস’ বইয়ের ৬৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “যদি বিধাতা সত্যি থাকেন,-থাকার সম্ভাবনা নেই, এবং কোনদিন যদি মহাজগত সম্পর্কে ধর্মের বইগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা গড়ে ওঠে, তাহলে বৈজ্ঞানিকদের ব্যাখ্যাই তিনি গ্রহণ করবেন। ধর্মের বইগুলো পড়ে হাসবেন তিনি।” পরলোক সম্পর্কে তিনি বলেন, “পরলোক হচ্ছে জীবনের বিরুদ্ধে এক অশ্লীল কুৎসা, পরলোকের কথা বলা হচ্ছে জীবনকে অপমান করা। পরলোকে বিশ্বাস জীবনকে করে তোলে নিরর্থক।” তিনি আরো বলেন, “আমি জানি ভাল করেই জানি, কিছু অপেক্ষা করে নেই আমার জন্য, কোন বিস্মৃতির বিষণ্ণ জলধারা, কোন প্রেতলোক, কোন পুনরুত্থান, কোন বিচারক, কোন স্বর্গ, কোন নরক; আমি আছি। একদিন থাকবে না। মিশে যাবে। অপরিচিত হয়ে যাবো। জানবো না আমি ছিলাম। নিরর্থক সব পূর্ণ শ্লোক। তাৎপর্যহীন প্রার্থনা”।

আসমানী কিতাব সম্পর্কে ‘আমার অবিশ্বাস’ বইয়ের ৬৩ পৃষ্ঠায় বলেন, “বিশ্বাসের বইগুলো অন্ধকারের বই, এগুলোর কাজ মানুষের মনকে গভীর অন্ধকারে আবৃত করা।” মদ সম্পর্কে তিনি বলেন, “মদ্যপান একেবারেই খারাপ নয়, আমি খাই, শামসুর রাহমান খান এবং খায় লাখ লাখ বাঙ্গালী ও মুসলমান এবং খেয়েছেন গ্যালিলিও, নিউটন, সেক্সপিয়ার, টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, খান অজস্র সচিব, সম্পাদক, অধ্যাপক, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাষ্ট্রপতি, উপাচার্য, বিচারপতি, দূত, পুলিশ, নিষেধ মানসিক রোগ সৃষ্টি করে, মুসলমান যখন মদ খায়, তার মনে অপরাধবোধ জন্মে, কেননা পরিবার ও সমাজ তাকে মনে করে মাতাল। দেখে খারাপ চোখে। অনেকে জানি আমি যারা মদ খেয়ে বাসায় ফেরার আগে খান প্রচুর পান, সুপারি, জর্দা, কেউ কেউ চিবোয় পেয়ারাপাতা, অনেকে অপরাধবোধে ভুগেভুগে পুরোপুরি মাতাল হয়ে পড়েন, কাঁদতে থাকেন, বাসায় আর ফিরতে পারেন না। এই অসুস্থতা থেকে উঠে আসতে হবে মুসলমানকে, মদকে মনে করতে হবে একটি পানীয়, যা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ পান করে।”

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ সংলগ্ন ঐ স্থানটি কোন কবরস্থান নয়। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি সমগ্র দেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, তার ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার প্রতি ভালবাসার নির্দশন স্বরূপ। বিশেষ বিবেচনায় তাকে ওখানে দাফন করা হয়। মসজিদের প্রতি বিশেষ করে আযানের প্রতি কবির কি আকর্ষণ ছিল তা সর্বজনবিদিত। তার জীবদ্দশায় রচিত ঐ বিখ্যাত গানটি “মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই” এখনও পর্যন্ত এদেশের প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায়। সেই অমর কবির প্রতি কৃতজ্ঞ দেশবাসী যে সম্মান, যে ভালোবাসা প্রকাশ করেছে তা শুধু স্বতঃস্ফূর্তই ছিল তা নয়, তা ছিল তাদের হৃদয় নিংড়ানো।

আজাদ পরিবারের এ দাবী শুধু তার বিশ্বাসেরই খেলাপ নয়, তার চিন্তা-চেতনার সম্পূর্ণ বিরোধী। দেশের সচেতন মানুষ তা কখনো মেনে নিতে পারে না। এতে শুধু মুসলমানরাই নয় যে কোন ধর্মের মানুষই বিরোধিতা করবে। অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন হুমায়ুন আজাদের বিশ্বাসের প্রতি সম্মান দেখিয়ে লাশের ব্যাপারে তার অন্তিম ইচ্ছাই পূরণ করা হোক।